চোর–দরওয়াজা

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

ছত্রপতি শিবাজির বুদ্ধি ছিল শাণিত তরবারির মতোই তীক্ষ্ণধার, তা তোমরা হয়ত কেউ কেউ শুনে থাকবে। আর তা না হ'লে আলমগীরের মতো কূটবুদ্ধি বাদশা তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে হিমসিম খাবেন কেন?

রাজনীতি ও রণনীতিতে তাঁর মাথা যে কী রকম খেলত তার বহু গল্প আছে। আমি আজ বলছি অতি সহজ সাধারণ বুদ্ধির একটি কাহিনী।

যে লোক যখন–তখন অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে দুর্গের পর দুর্গ জয় করেছে নিজে–সে জানে যে এ দুর্গতি তারও একদিন হতে পারে। ছত্রপতিও, বেশকিছুটা প্রতিষ্ঠা লাভের পর নিজের জন্যে একটি নিরাপদ বাসা ঠিক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন–তাতে আর আশ্চর্য কি। অবশ্য একটা বাসা ঠিক ছিলই–রাজগড়ে, সেও বেশ দুর্গম, ও দুর্ভেদ্য, তবু যেন ঠিক পছন্দ হয় না রাজার, কেমন যেন মনটা খুঁতখুঁত করে, অথচ কী করবেন, কেমন করে নিশ্চিন্ত হবেন, তাও ভেবে পান না।

এই সময় বিজাপুর দরবার তার সঙ্গে একটা মিটমাট করবার ইচ্ছায় তাঁর বাবা শাহজিকে মুক্তি দিয়ে তাঁকেই মধ্যস্থতা করার জন্য দূত হিসেবে পাঠালেন শিবাজীর কাছে। শাহাজি আগে ছেলের ওপর যতই বিরক্ত হয়ে থাকুন, ইদানীং ছেলের জয়গৌরবে বেশ একটু গর্ববোধ করতে শুরু করেছিলেন, ছেলের এক–একটি অসমসাহসিক কীর্তি শুনতেন আর বুকটা তাঁর দশ হাত হয়ে উঠত।

সুতরাং শাহজিও চাইলেন তাঁর ছেলের বিপদের দিনের জন্যে একটা নিরাপদ আশ্রয় যেন ঠিক থাকে। ছেলের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে অনেকগুলো জায়গা দেখলেনও–রাজগড়, পুরন্দর, লোহাগড়, রায়রী। এর মধ্যে তাঁর রায়রীটাই পছন্দ হল বেশি। তাঁর অভিজ্ঞ চোখ এক চাহনিতেই দেখে নিল এখানে দুর্গ করার সুবিধাটা। ছেলেকেও বুঝিয়ে দিলেন সেটা। সহ্যাদ্রির পশ্চিমে এক সু–উচ্চ শিখরের ওপর জায়গাটা খাড়া উঠে গিয়েছে। এমনিতেই বেয়ে ওঠা কষ্টকর, তার ওপর যদি ভাল করে কেল্লা বানিয়ে ওঠবার পথগুলো ভাল করে

বন্ধ করা যায় তাহলে তো কথাই নেই।

শিবাজিও তাঁর বাবার দূরদৃষ্টির মর্ম বুঝলেন, মেনে নিলেন শাহাজির যুক্তি। এখানেই নূতন একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ তৈরী করে সেখানেই টাকাকড়ি কাগজপত্র এবং নিজের পরিবার রাখা স্থির করলেন। আবাজি শনিদেব নামে এক যোগ্য স্থপতিকে ডেকে তখনই সে দুর্গ নির্মাণের ভার দিলেন। শনিদেবের সঙ্গে বসে, বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে নিজে নকশা তৈরি করালেন–যাতে কোথাও কোনো খুঁত না থাকে। কেল্লার নামকরণ করলেন রায়গড়। স্থির হল একেবারে পাহাড়ের চূড়ায় দুর্ভেদ্য প্রাচীর প্রাকারের বেষ্টনীর মধ্যে তাঁর দপ্তরখানা, বাস করার প্রাসাদ ও চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, বিচারালয় প্রভৃতি সরকারি ভবনগুলি তৈরি হবে, এবং কিছু নিচে অথচ আর একটি চূড়ার ওপর মায়ের জন্য হবে একটি ছোট্ট বাড়ি ও মন্দির।

পড়ে কী বুঝলে?

1. ছত্রপতি কে?
2. বিজাপুর দরবার মধ্যস্থতা করবার জন্য দূত হিসাবে কাকে পাঠিয়েছিল?
   (ক) শিবাজিকে (খ) শাহজিকে
3. নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য কোন্ জায়গা পছন্দ হলো?
   (ক) পুরন্দর (খ) রায়রী
   (গ) লোহাগড়

দুর্গ তৈরি শেষ হল একসময়। শনিদেব সমস্তটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে ছত্রপতিকে বললেন, বেশ একটু গর্বের সঙ্গেই, 'এই যে রাস্তা আমি তৈরি করে দিয়েছি, তা সাতদফা ফটক এবং প্রাচীরের মধ্যে দিয়ে উঠেছে–এ ছাড়া আর কোথাও দিয়ে কেউ প্রাসাদে ঢুকতে পারবে না। যে উঠবে তাকে আমাদের চোখের সামনে দিয়ে উঠতে হবে, এ ছাড়া একটা টিকটিকি যাবারও উপায় রইল না কোনো জায়গা দিয়ে।

শিবাজি কথাটার তখনই কোন উত্তর দিলেন না, শুধু একটু হাসলেন।

নিচে এসে আশেপাশের গ্রামে ঢোলের সাহায্যে ঘোষণা করে দেওয়ালেন, যদি কোনো লোক এই দুর্গের সদর সরকারী রাস্তা ছাড়া অন্য কোনোপথে ঐ দুর্গের পতাকাস্তম্ভে উঠতে বা পৌঁছতে পারে–তাকে তিনি এক থলে মোহর এবং এক জোড়া সোনার বালা উপহার দেবেন।

এতখানি পুরস্কারের লোভে কেউ কেউ যে এ চেষ্টা করবে না, তা সম্ভব নয়। কয়েকজনই করল এবং ব্যর্থও হল। শনিদেব হেসে বললেন, 'দেখলেন তো রাজাধিরাজ,

বলিনি আপনাকে যে কোনো মানুষের পক্ষে একাজ সম্ভব নয়।

ছত্রপতি আবারও হাসলেন একটু।

তৃতীয় দিনের দিন স্থানীয় মাহার অধিবাসীদের মধ্যে থেকে একটি তরুণ যুবক এল। এরা এক শ্রেণীর পার্বত্য জাতি–কিন্তু খুব শক্তসমর্থ এবং কষ্টসহিষ্ণু বলে ছত্রপতিই প্রথম এদের নিজের সেনাদলে নিয়েছিলেন। মাহার তরুণটি এসে একটি বিশেষ পতাকা দেখিয়ে দু'হাত জোড় করে বলল, 'যদি অনুমতি দেন তো আমি আমার এই পতাকা ঐ নিশানবুরুজে লাগিয়ে দিয়ে আসি!'

'স্বচ্ছন্দে। দিলে বকশিশ পাবে। যা আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তার নড়চড় হবে না।' আশ্বাস দিয়ে বললেন ছত্রপতি।

তরুণ বালকটি আর একবার তাঁকে প্রণাম করে পাহাড়ে পিছন দিকের জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রায় ঘন্টাখানেক পরে সকলেই অবাক হয়ে চেয়ে দেখল–তার মধ্যে আবাজি শনিদেবও একজন–যে, ছত্রপতির গেরুয়া পতাকা নয়, সেই মাহারেরই দেখিয়ে–যাওয়া পতাকা উড়ছে পৎপৎ করে।

আরও ঘন্টাখানেক পরে সে ফিরে এসে আর একবার ছত্রপতিকে প্রণাম করে হাতজোড় করে দাঁড়াল। শিবাজি শনিদেবের মুখের দিকে চেয়ে আর একবার হাসলেন। তারপর হুকুম দিলেন, সেই প্রতিশ্রুত এক থলে মোহর ও সোনার বালা জোড়া ওকে এনে দিতে। কিন্তু সেই সঙ্গেই বললেন, 'বাপু, কোন পথে ঠিক উঠলে সেটা আমাকে একটু দেখিয়ে দিতে হবে।'

পথ অবশ্য সেটা নয়–দুর্গম পাকদণ্ডী বা পায়ে চলা রাস্তা,তাও মধ্যে মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, পাথর ধরে ধরে কিংবা গাছের শিকড় ধরে ধরে বুকে হেঁটে উঠতে হয়–তবু শিবাজি মহারাজ সে পথও বন্ধ করলেন তার মুখে প্রকাণ্ড একটা ফাটক(দুদিকে সান্ত্রীপাহারার ব্যবস্থা সুদ্ধ) বানিয়ে। সেই ফটকটিরই নাম হল 'চোর দরওয়াজা'।

বুঝলে–কত সহজে কাজটা হয়ে গেল? তুমি আমি হলে কি করতুম? নিজেরাই ঘুরে ফিরে দেখে গলদঘর্ম ও হয়রান হতুম।

অবশ্য, এছাড়াও আর একটি পথের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল–কিছুদিনের মধ্যেই। সেও আবাজির আর একদফা পরাজয়—আর এবার এক অশক্ষিত গ্রাম্য মহিলার কাছে।

হীরাকানি নামে এক গয়লাদের বউ কেল্লায় আসত দুধ বেচতে। একদিন দুধ দিতে দিতে কখন বেলা চলে গেছে, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে অত বুঝতে পারেনি। কেল্লার নিয়ম–সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ফটক বন্ধ হবে, খুলবে সেই সূর্যোদয়ের পর। হীরাকানি যখন দৌড়তে দৌড়ত ফটকের কাছে পৌঁছল তার কিছু আগেই তা বন্ধ হয়ে গেছে। বিস্তর কান্নাকাটি করল সে, সান্ত্রীদের হাতে–পায়ে ধরল ফটক আর একটিবার খোলবার জন্যে–কিন্তু কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে যে ছত্রপতি–বা পেশোয়ার হুকুম না পেলে অসময়ে ফটক খুলবে।

ওধারে হীরাকানি ঘরে বাচ্চা মেয়ে আর বুড়ি শাশুড়ি ফেলে এসেছে, সে না গেলে তাদের খাওয়াই হবে না, মেয়েটা কেঁদে কেঁদে মরেই যাবে হয়ত। যেতে তাকে হবেই। সে এক দুঃসাহসিক কাজ করল। যাতয়াতের পথে একটা জায়গা তার জানা ছিল, সেখানটাই পাহাড়ে একটু খাঁজমতো আছে, আর সেই জন্যেই একেবারে চকচকে পাথর নয়–কিছু গাছপালাও আছে। হীরাকানি সেই অন্ধকারে ঘাস আর গাছের শেকড় ধরে ধরে পাহাড় বেয়ে সেইখান দিয়ে নামল এবং এক প্রহর উত্তীর্ণ হবার আগেই বাড়ি পৌঁছে গেল।

পড়ে কী বুঝলে?

1. গর্বের সঙ্গে কে বলল? "এছাড়া একটা টিকটিকি যাবারও রাস্তা নেই।"
2. শিবাজি প্রথমে কাদেরকে নিজের সেনা দলে নিয়েছিলেন?
3. গেরুয়া পতাকাটি কার?
   (ক) শিবাজির (খ) তরুণ যুবকটির।

কথাটা চাপা রইল না, লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে এক সময় ছত্রপতির কানেও পৌঁছল। তিনি বউটিকে ডাকিয়ে এনে ঠিক কোন্ পথে সে নেমেছিল দেখে নিলেন তার পথ। সে পথ বন্ধ করে সেখানটার ঠিক মুখে একটা প্রকাণ্ড মিনার বসালেন। আজও সে মিনার আছে, সেই গয়লা বউয়ের দূর্ধর্ষ সাহসের পরিচয় বহন করে..'হীরাকানি মিনার' নামে। সেখানে গেলে আজও দেখতে পাবে।

পড়ে কী বুঝলে?

1. কেল্লায় কে দুধ দিতে আসতো?
   (ক) গয়লা (খ) গয়লাদের বউ
2. ঘরে কে বাচ্চা মেয়ে ও বুড়ি শাশুড়ি ফেলে এসেছিল?
3. মিনারটির নাম কী দেওয়া হয়েছিল?

জেনে রাখো

চোর দরওয়াজা	–	দরজা (শব্দটি ফারসী থেকে এসেছে) সদর দরজার পেছনে গুপ্ত দরজা থাকে যে দরজার খবর সবাই জানে না। তাকে চোর দরজা বলা হয়।
স্থপতি	–	স্থাপনকর্তা, নির্মাণ কর্তা
দুর্গ	–	কেল্লা, নিরাপদ আশ্রয় স্থল
দুর্ভেদ্য	–	কঠিন, ভেদ করা শক্ত
বেষ্টনী	–	ঘেরা
গর্ব	–	অহংকার
মোহর	–	স্বর্ণমুদ্রা
কষ্টসহিষ্ণু	–	যে কষ্ট সহ্য করে
তরুণ	–	নব যুবক, কিশোর
আশ্বাস	–	ভরসা
প্রতিশ্রুতি	–	কথা দেওয়া, প্রতিজ্ঞা
সাষ্টাঙ্গে	–	নতমস্তকে (জানু, পদ, হস্ত, বক্ষ, মস্তক, দৃষ্টি, বুদ্ধি, বাক্য–এই আটটি অঙ্গের সাথে প্রণাম করা)
দুর্গম	–	কঠিন পথ
পাকদন্ডী	–	সরুপথ, হেঁটে চলার পথ
ফটক	–	দরজা, বড় গেট
সাম্ত্রী	–	সৈন্য
গলদঘর্ম	–	ঘেমে যাওয়া
পেশোয়া	–	মারাঠা রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী
প্রহর	–	সময়ের মাপ, একরাতে চার প্রহর
দুর্ধর্ষ	–	দুর্দান্ত, যাকে পরাজিত বা দমন করা যায় না।

শিবাজী মারাঠা বীর ছিলেন। তাঁর জীবনের একটি ছোট্ট ঘটনা 'চোর দরওয়াজা' গল্পটির মাধ্যমে বলা হয়েছে।

পাঠবোধ

1. খালি জায়গাগুলি ঠিক শব্দ দিয়ে ভরো

   হাসলেন, রামগড়, নিরাপদ, কুটবুদ্ধি, গর্ববোধ

   ক. আলমগীরের মতো.....বাদশা তার সঙ্গে পাল্লা দিয়েছেন।

   খ. শিবাজি নিজের জন্যে একটি.....বাসা ঠিক করতে ব্যস্ত হলেন।

   গ. ইদানীং ছেলের জয়গৌরবে বেশ একটু .....করতে শুরু করলেন।

   ঘ. নতুন কেল্লার নামকরণ হলো.....।

   ঙ. শিবাজি শনিদেবের মুখের দিকে চেয়ে আর একবার.....।

অতি সংক্ষেপে লেখো ঃ–

2. শাহ্‌জি কে?
3. কে এক চাহ্‌নিতেই দুর্গ তৈরি করার জায়গা নির্দিষ্ট করেছিল?
4. মায়ের জন্য কোথায় বাড়ি ও মন্দির তৈরি হল?
5. শিবাজি তরুণ যুবকটিকে কী উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিলেন?

সংক্ষেপে লেখো ঃ–

6. বিজাপুর দরবার কেন শাহ্‌জিকে মুক্তি দিয়ে তাঁকেই শিবাজির নিকট পাঠায়?
7. চোর দরওয়াজা কী দিয়ে বন্ধ করা হলো ও কেন?
8. হীরাকানি সান্ত্রীদের হাতে-পায়ে ধরে কেন কান্নাকাটি করেছিলো?

বিস্তারিতভাবে লেখো ঃ–

9. ছত্রপতি কেন রামগড়ে দুর্গ তৈরি করালেন?
10. শিবাজি ঢোল বাজিয়ে উপহার দেওয়ার জন্য কেন প্রতিশ্রুতি দিলেন?
11. কি ভাবে বালকটি সদর রাস্তা ছেড়ে কেল্লার ভেতর প্রবেশ করলো? 'চোর দরওয়াজা' গল্পটি অবলম্বনে লেখো।
12. মিনারটির নাম হীরাকানি কেন দেওয়া হলো ?

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. বিপরীত শব্দ লেখো।

দুর্গম	শিক্ষিত
অভিজ্ঞ	পুরুষ
সাধারণ	গ্রাম্য
ইচ্ছা	উত্তীর্ণ
যুক্তি	নিয়মিত

2. শব্দগুলি বহুবচনে লেখো

দুর্গ	ছেলে
সৈন্য	আমি
মিনার	মোহর

3. নিচের শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করো

হিমসিম : .....

দুর্গতি :.....

খুঁতখুঁত :.....

পতাকা স্তম্ভে :.....

সাষ্টাঙ্গ :.....

ফটক :.....

দূর্ধর্ষ :.....